ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সামনে রেখে হামাস লড়াই করছে

–খালেকুজ্জামান

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের
সমাজতান্ত্রিক দল, বাসদ

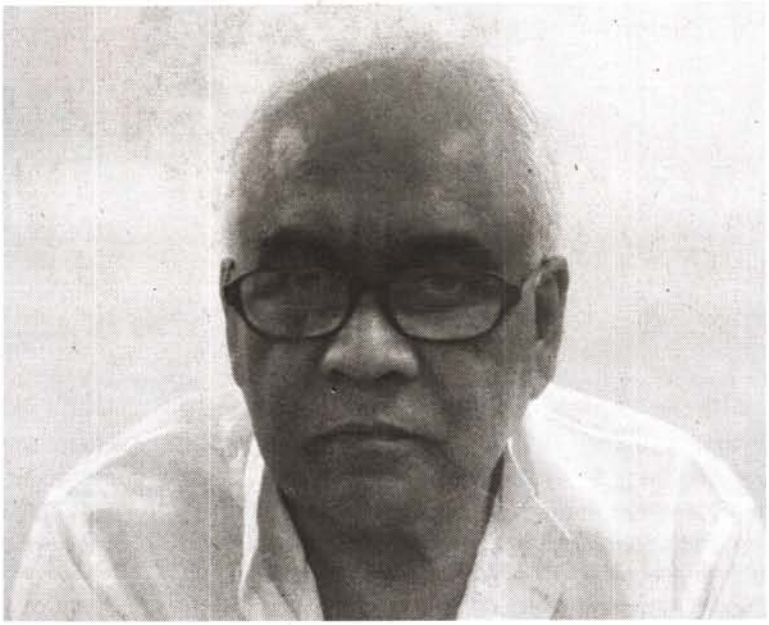

সাপ্তাহিক ২০০০ : গত দু সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ইসরায়েল ফিলিস্তিনে নির্বিচার হামলা চালাচ্ছে। তাদের হামলায় শত শত বেসামরিক ফিলিস্তিনি নারী-শিশু নিহত হয়েছে। তিনজন ইসরায়েলি কিশোরকে অপহরণ ও হত্যার অভিযোগে ইসরায়েল এবারের হামলা চালাচ্ছে। আসলে ইসরায়েলের বর্তমান হামলার পরিপ্রেক্ষিত কী বলে আপনি মনে করেন?

খালেকুজ্জামান : তিন কিশোরকে অপহরণের অজুহাতে শত শত ফিলিস্তিন বেসামরিক নারী-শিশু হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই জায়েজ হতে পারে না। ইসরায়েল এর আগেও বিভিন্ন আগ্রাসী কর্মকাণ্ড জায়েজ করতে এমন অজুহাত তৈরি করেছে। সিআইএ বা মোসাদও এর আগে এমন কাজ করেছে। যেমন কিছু এলাকা দখল করে সেখান থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করা, সেখানে ইসরায়েলিদের নিয়ে এসে ঘরবাড়ি নির্মাণ করা, ফিলিস্তিনিদের পথে বাধা সৃষ্টি করা, দেয়াল তুলে দেয়া– এসব কাজ করার জন্য তারা একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তারপর এসব চাপিয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই ইসরায়েলের এমন সব আগ্রাসী দখলদারিত্বে ফিলিস্তিনিরা প্রতিক্রিয়া দেখাবে। ১৯৬৪-এর আরব সামিটে সিদ্ধান্ত ছিল তারা ইসরায়েলের অস্তিত্ব মানবে না। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তারা ১৯৪৮-এর আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা তো পরবর্তী সময়ে সংশোধন করেছে তারা। টু স্টেট সমাধানে রাজি হয়েছে তারা। হামাস এবং ফাতাহর দ্বন্দ্বের একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। ২০০৬ সালে নির্বাচনে হামাস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ২০০৭ সালে নিজেদের মধ্যকার বিরোধ কমিয়ে এনে তারা বর্তমান অবস্থায় এসেছে। এই ঐক্য ইসরায়েল চায়নি, যদিও প্রথমদিকে তারা এটাকে স্বাগত জানিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেকে স্বাগত জানিয়েছিল। আর এ ঐক্য এবারের ইসরায়েলি হামলার প্রধান কারণ। হামাস-ফাতাহ চুক্তি, হামাসের শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও ইসরায়েলের অস্তিত্ব মেনে নেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘে উত্থাপিত ১৯৬৭ সালের পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনিদের যেসব এলাকা ইসরায়েল দখল করেছিল সেগুলো ফিরিয়ে দেবে– এমন একটি সমাধানের দাবি সামনে চলে আসে। এমনকি কিছু এলাকার দখল এবং সেগুলো ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্রও স্বীকার করেছে। কিন্তু ইসরায়েল এ সমাধান মেনে নিতে আগ্রহী নয় এবং আমেরিকাও আসলে চাচ্ছে না। কারণ এ অঞ্চলে তাদের যে অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং ভূ-রাজনৈতিক আধিপত্য সেটা বজায় রাখার জন্য তারা এ সমস্যার সমাধান হতে দেবে না এবং এ যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখবে। ১০০টির বেশি দেশ যখন স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে মত দিচ্ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ভেটো দিচ্ছে। হামাস এ পরিস্থিতিতে তিন কিশোরকে কেন অপহরণ করতে যাবে? ইসরায়েল এ ঘটনাটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে হামাসের ওপর দোষ চাপিয়ে গাজা দখল করতে চাইছে। অর্থাৎ ফিলিস্তিনিদের পুরোপুরি উচ্ছেদ করে ইসরায়েল আলোচনায় বসবে। আসলে এর মাধ্যমে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে বিভাজন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তুরস্ক, কাতারসহ কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আছে, আবার সৌদি আরব, মিসর আছে ইসরায়েল, আমেরিকার পক্ষে। তাদের ডিভাইড অ্যান্ড রুলের পদ্ধতি নতুন কিছু নয়। আমেরিকা ইরাক দখল করেছিল, কিন্তু সেটা তারা দখলে রাখতে পারেনি। লিবিয়ায় বিদ্রোহ হচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে তাদের চলে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। নিজেদের স্বার্থে এসব দেশ দখল করার পর এখন যখন তাদের সেখান থেকে রিট্রিট করার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তখন মধ্যপ্রাচ্যে তারা বিভক্তি তৈরি করতে চাচ্ছে আর ইসরায়েল এ কাজে তাদের একটি অস্ত্র। ইসরায়েল চাইছে হামাসকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে গাজা দখল করতে আর তারপর সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিস্থিতি তৈরি করতে। মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পরিবর্তন করার মার্কিন নীলনকশাকে বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করছে ইসরায়েল। তিন ইসরায়েলি কিশোর অপহরণ এবং হত্যার ঘটনাটি এ কারণে ঘটানো হয়েছে। হামাস এ পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে না। তারপরের ঘটনাগুলোর দিকে তাকালে

দেখা যায়, ইসরায়েল দাবি করছে যুদ্ধবিরতির সময়ে তাদের এক সেনাকে অপহরণ করা হয়েছে। এখন যদি একজন সেনাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলেও তো শত শত বেসামরিক শিশু-নারীকে হত্যা করা যায় না। সেনা অপহরণের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে, জাতিসংঘ বা অন্য সংগঠন দিয়ে তদন্ত হতে পারে। এগুলো হলো ইসরায়েলের আক্রমণের অজুহাত। প্রথমে বলল তাদের তিন কিশোরকে অপহরণ করা হয়েছে, এখন বলছে তাদের এক সেনাকে অপহরণ করা হয়েছে। কোনোভাবেই ইসরায়েল ফিলিস্তিনি জনগণের ঐক্য হতে দেবে না। ঐক্যবদ্ধ হয়ে হামাস-ফাতাহ যেন টু নেশন স্টেট সমাধানে গিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারে সেজন্য ইসরায়েল তাদের ঐক্য হতে দিতে চায় না।

২০০০ : বর্তমান ইসরায়েলি হামলা কীভাবে হামাস-ফাতাহ ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে?

খালেকুজ্জামান : ফিলিস্তিনের জনগণ এটা বুঝেছে, ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে ঐক্য দেখতে চায় না। ইসরায়েল এ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ঐক্য ভাঙতে চাচ্ছে। অর্থাৎ ফিলিস্তিনিরা যেন ভাবতে আরম্ভ করে, হামাসের জন্যই এত হামলা-সংঘাত। এর মাধ্যমে গাজার ক্ষমতা থেকে হামাসকে উচ্ছেদ করা। সমগ্র ফিলিস্তিনিদের সামনে হামাসকে এ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী করা। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভক্তি বজায় রাখা। ইতিমধ্যে তারা এ কাজে অনেকটা সফল হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার যে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক-সামরিক আধিপত্য যেটা থেকে সে কিছুটা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল, সেটাকে পুনর্বহাল করা আর এ স্বার্থেই ইসরায়েলকে মদদ জোগাচ্ছে আমেরিকা। তিন কিশোরকে হত্যা করেছে বা কয়েকটা রকেট মেরেছে– এসব অজুহাতে নারী-শিশুসহ শত শত বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা, তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়া, স্কুল, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্রে হামলা করা কোনো যুক্তিতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হামাস-ফাতাহ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠনে এগোচ্ছিল এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বজনমত যেভাবে গড়ে উঠছিল তাকে বিভ্রান্ত করতে, হামাসকে ফিলিস্তিনিদের সামনে দোষী হিসেবে উপস্থাপন করা, মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র বদল করা, নিজেদের আগ্রাসী হামলাকে জায়েজ করতেই এবার হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনের জনগণ এটা বুঝেছে, ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদের মধ্যে ঐক্য দেখতে চায় না। ইসরায়েল এ লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ঐক্য ভাঙতে চাচ্ছে। অর্থাৎ ফিলিস্তিনিরা যেন ভাবতে আরম্ভ করে, হামাসের জন্যই এত হামলা-সংঘাত। এর মাধ্যমে গাজার ক্ষমতা থেকে হামাসকে উচ্ছেদ করা। সমগ্র ফিলিস্তিনিদের সামনে হামাসকে এ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী করা। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিভক্তি বজায় রাখা। ইতিমধ্যে তারা এ কাজে অনেকটা সফল হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার যে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক-সামরিক আধিপত্য যেটা থেকে সে কিছুটা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল, সেটাকে পুনর্বহাল করা আর এ স্বার্থেই ইসরায়েলকে মদদ জোগাচ্ছে আমেরিকা

২০০০ : হামাসের জন্ম মুসলিম ব্রাদারহুডের ঘনিষ্ঠ হিসেবে। হামাসকে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা বিবেচনা করে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে, যদিও অনেক আরব দেশসহ অনেকে সেটা মনে করে না। হামাসকে বলা হয় ধর্মীয় সংগঠন। হামাস গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনে জিতেছে এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ সংগ্রামের সঙ্গেও রয়েছে। হামাসকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

খালেকুজ্জামান : ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে হামাস ব্রাদারহুডের ঘনিষ্ঠ। হামাস কোন রাজনৈতিক মত ধারণ করে সেটা আলোচনার একটা দিক। আরেকটি দিক হলো, ফিলিস্তিনিদের ওপর চলমান গণহত্যায় হামাস তাদের প্রতিরোধ সংগ্রামে ভূমিকা রাখছে। এখানে কিন্তু ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে সামনে রেখে হামাস লড়াই করছে। ফাতাহর সঙ্গে তাদের চুক্তির সময়ে একটা ব্যাপার সামনে এসেছে, সেটা হলো ধর্মীয় মতাদর্শকে প্রতিরোধ সংগ্রামের সামনে আনা হবে না। জনগণের ইচ্ছায় এবং কল্যাণে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, ধর্মীয় মতামতের ভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করা যাবে না– এমনটা তো মধ্যপ্রাচ্যে চিন্তা করাও কঠিন। এখন মানুষকে গণহত্যা, যুদ্ধের সামনে ফেলে দিয়ে হামাস ব্রাদারহুডের ঘনিষ্ঠ না মৌলবাদী সেটা বিবেচনায় আনা গুরুত্বপূর্ণ না। চুক্তি অনুযায়ী তারা সরকার গঠন করতে যাচ্ছিল, সরকার গঠন করে তার নীতি কী, তারা কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে সেটা দেখা উচিত। সৌদি আরবের চেয়ে তো বড় ধর্মীয় রাষ্ট্র নেই, বা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশেই তো গণতান্ত্রিক চর্চা নেই। আর হামাস তো নির্বাচনে জিতে এসেছে, জনগণের ওপর ধর্মীয় মত চাপিয়ে না দেয়ার কথাও তারা বলেছে। ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও) ছিল একটা সেক্যুলার সংগঠন এবং তাদের প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্র একসময় মৌলবাদীদের মদদ দিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিনিদের বিভক্ত করা। আজকের দিনে সেই মৌলবাদীরা হামাস কিনা, সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। এখন হামাস সেই মৌলবাদীদের দ্বারা উৎসাহিত হতে পারে বা সেসময়ের অনেকে আজকের হামাসে থাকতে পারে– এগুলো ভিন্ন প্রশ্ন। আজকে এসে হামাসকে মৌলবাদী বলার কোনো যুক্তি নেই। কারণ তারা মেনে নিয়েছে, জনগণ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। ভোটের মাধ্যমে তারা সরকার গঠন করতে যাচ্ছিল। তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা দেখা উচিত ছিল, লক্ষ্য রাখা দরকার ছিল তারা জাতিসংঘের রেজল্যুশন অনুসরণ করছে কিনা, শান্তি চুক্তি মানছে কি না। কিন্তু ইসরায়েল এটা চাচ্ছে না। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে ১০০টির বেশি দেশের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যখন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয় এবং ইসরায়েল সেই দাবি নাকচ করে দেয় তখন পরিষ্কার বুঝতে হবে, তাদের উদ্দেশ্য যে কোনোভাবে অজুহাত সৃষ্টি করা– এগুলো করে তারা ফিলিস্তিন জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব করে এবং নিজেদের দখলকে জায়েজ করতে চায়। ■

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : **শানজিদ অর্ণব**